দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 APR 1997 ..
পৃঃ ১ কলাম ৮

৮০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্যানিটেশন কর্মসূচী

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা ।। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় দেশের ছয়টি জেলায় আরও আট শত স্কুলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও খাবার পানি সরবরাহের একটি প্রকল্প নেওয়া হইয়াছে। 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসন সুবিধা স্থাপন' নামে এই প্রকল্পে ব্যয় হইবে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার সমান আট লক্ষ মার্কিন ডলার। জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ইউনিসেফ সংশ্লিষ্ট স্কুলের পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করিতেছে। প্রকল্পভুক্ত জেলাগুলি হইতেছে ঝিনাইদহ, দিনাজপুর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী সুনামগঞ্জ ও ময়মনসিংহ।

তন্মধ্যে ঝিনাইদহ জেলায় দুইশত পায়খানা স্থাপন করা হইবে বলিয়া এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত একটি সূত্রে জানা যায়।

স্বাস্থ্য বিধি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে আচরণিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য প্রাইমারী স্কুলকে প্রধান কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করাই হইতেছে স্কুল স্যানিটেশন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। শিশু-কিশোর বয়সে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি পালন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভ্যাস গড়িয়া তুলিবার জন্য সরকার ও ইউনিসেফ যৌথ উদ্যোগে স্কুল স্যানিটেশন কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত সারাদেশে দুই হাজারেরও

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

৮০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

(৩য় পৃঃ পর)

বেশী প্রাইমারী স্কুলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও খাবার পানির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইগুলি গ্রাম এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনী মডেল হিসাবে কাজ করিতেছে। 'স্কুল স্যানিটেশনের মূল্যায়নে দেখা গিয়াছে, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্তমানের এই স্যানিটেশন কার্যক্রমে শিশু, ছাত্র-ছাত্রী, পিতা-মাতা এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে নিরাপদ পরিবেশ, উন্নত স্বাস্থ্য বিধি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতির জন্য স্কুলসমূহ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে। সংশ্লিষ্ট স্কুল এলাকায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করিবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। গত বছর আচরনিক পরিবর্তন উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের কৃমি বিনাশকরণ ব্যবস্থা ও নখ কাটার যন্ত্র ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

এই নূতন স্যানিটেশন কার্যক্রমে প্রতিটি স্কুলে দুই ইউনিটের পায়খানা, ওভারহেড ট্যাংকসহ একটি নলকূপ স্থাপন করা হইবে। সংশ্লিষ্ট স্কুলের পরিচালনা কমিটি এইগুলি নির্মাণ করিবে। আর প্রতিটির জন্য ব্যয় হইবে সাড়ে ৩১ হাজার টাকা।